সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৮তম বর্ষ ■ ৯ম সংখ্যা ■ পৌষ-১৪২২ ■ পৃষ্ঠা ৮

উচ্চফলনশীল সম্ভাবনাময় সবজির জাত সার্কভুক্ত দেশে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানালেন কৃষি সচিব

-ড. নিয়াজ পাশা, সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার, সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টার

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ উচ্চফলনশীল সম্ভাবনাময় সবজির জাত বাছাই করে সার্কভুক্ত দেশে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ১৪ ডিসেম্বর সোমবার সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টার আয়োজিত দুই দিনব্যাপী SAARC Vegetables Adaptive Trial বিষয়ক আঞ্চলিক মূল্যায়ন কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মণ্ডলের সভাপতিত্বে সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টারের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেন্টারের পরিচালক ড. শেখ মো. বখতিয়ার। সিনিয়র প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট নাসরিন আক্তার তাঁর বক্তৃতায় কর্মশালার উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেশ

(৭ম পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বর্ষ ২০১৫ উদযাপিত

- মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, বেতার কৃষি অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস,ঢাকা

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মৃত্তিকা বিজ্ঞান সমিতি এবং বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর যৌথ উদ্যোগে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি এবং বিএআরসি মিলনায়তনে 'সুস্থ জীবনের জন্য সুস্থ মাটি' প্রতিপাদ্যের ওপর দিনব্যাপী সেমিনারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বর্ষ ২০১৫ উদযাপন করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফএও বাংলাদেশের প্রতিনিধি মাইক রবসন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন,

বিএআরসি মিলনায়তনে 'সুস্থ জীবনের জন্য সুস্থ মাটি' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ কৃষি খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে বিভিন্ন কৃষি পণ্য বিদেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে। দেশের সিংহভাগ নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত এবং সাধারণভাবে মাটি উর্বর হলেও স্থানভেদে মাটিতে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি, অধিক অম্লতা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা এবং মৃত্তিকা দূষণ সমস্যা রয়েছে। বাণিজ্যিকীকরণ ও শিল্পায়নের কারণে কৃষি জমি দিন দিন কমে যাওয়ার ফলে উৎপাদনের গতিশীলতা

(৭ম পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

সার্ক এগ্রিকালচারাল সেন্টারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'সার্ক ভেজিটেবল অ্যাডাপটিভ ট্রায়েল' বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ

আইসিটির মাধ্যমে কৃষি তথ্য সহজীকরণ করতে হবে - কৃষি সচিব

-মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, বেতার কৃষি অফিসার, কৃতসা, ঢাকা

'কৃষকের চাহিদাভিত্তিক কৃষি তথ্য সহজীকরণ ও সময়মতো কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আইসিটির বিকল্প নেই। কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষিবিষয়ক ডাটাবেজ তৈরিতে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা সার্বজনীন করার মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে'। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত ই-কৃষির মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের যুক্তিসিদ্ধ-করণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ। কর্মশালায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আইসিটি উদ্যোগ ও তাদের সুপারিশগুলো অনুসরণের জন্য বলা হয়। কর্মশালায় বক্তাগণ কৃষক ডাটাবেজ তৈরি, এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের ডাটাবেজ তৈরি, দুর্যোগকালীন আগাম সতর্কতা, কৃষি উপকরণ সংক্রান্ত তথ্য, আইসিটিভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, গবেষণা কেন্দ্র হতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দ্রুততার সাথে প্রান্তিক পর্যায়ে

(৭ম পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

আইএমইডির মহাপরিচালক মহোদয়ের কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিদর্শন

-কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃতসা, রাজশাহী

আইএমইডির মহাপরিচালক এআইসিসি ক্লাবের কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন

গত ৪ নভেম্বর ২০১৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইএমইডির মহাপরিচালক জনাব মো. সিদ্দিকুর রহমান উত্তরাঞ্চলের কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার শিবপুর দক্ষিণ পাড়া কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র এবং সদর উপজেলার মথুরা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

সেখানে তিনি ক্লাবের সভাপতি সেক্রেটারিসহ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। সরেজমিন তিনি সেখানে প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত মালামালগুলো ও তাদের কার্যক্রম বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। এছাড়াও তিনি ক্লাব সদস্যদের নিবিড় ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে দেশ গড়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি প্রদান-কৃত মালামালগুলো যথাযথ ব্যবহার, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ক্লাবের সদস্যগণ জানান, কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষির উন্নত তথ্য প্রযুক্তিগুলো সহজভাবে পাওয়ায় চাষাবাদ খুব সহজ হচ্ছে। প্রজেক্ট ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে এলাকার কৃষকদের তাৎক্ষণিক সচিত্র প্রতিবেদন প্রদর্শনের ফলে এলাকার অনেক সমস্যা সমাধান হচ্ছে বলে ক্লাবের সদস্যরা জানান। এছাড়া বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি আয়বর্ধনমূলক কাজসহ সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ সহজতর হচ্ছে বলে সদস্যরা উল্লেখ করেন। পরিদর্শনের সময় ক্লাব সদস্যরা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়তে আরও কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

পরিদর্শনের সময় ঢাকা থেকে আগত কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রকল্প পরিচালক (ভূতপূর্ব) কৃষিবিদ অঞ্জন কুমার বড়ুয়া এবং কৃষিবিদ রাধেশ্যাম সরকারসহ রাজশাহী কৃষি তথ্য সার্ভিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি পরিদর্শনকালে কৃষি তথ্য সার্ভিস রাজশাহী অফিসে প্রতিষ্ঠিত আইসিটি ল্যাব পরিদর্শন করেন।

দৌলতপুরে এসসিডিপির উদ্যান ফসলের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

-মো.আবদুর রহমান, এআইসিও, কৃতসা, খুলনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার দৌলতপুরের মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসের উদ্যোগে গত ২৬ নভেম্বর ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের (এসসিডিপি) আওতায় খরিফ-২ মৌসুমের উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল চাষের মাধ্যমে বসতবাড়ির ব্যবহারের ওপর এক মাঠদিবস অনুষ্ঠিত হয়। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশা ব্লকের তেলিগাতি গ্রামের রিনা পারভীনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এ মাঠদিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ভূপেশ কুমার মণ্ডল। প্রগতিশীল কৃষক মোসলেম ফকিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠদিবসে প্রধান অতিথি বলেন, বসতবাড়ির আঙিনায় সবটুকু জমি পরিকল্পনা করে আবাদের আওতায় আনতে পারলে একদিকে যেমন পারিবারিক পুষ্টি সমস্যার সমাধান হবে তেমনিভাবে মহিলাদের আয় বৃদ্ধির ফলে পারিবারিক আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। তিনি স্বল্প পরিসরে একটি চটের বস্তায় জৈব পদার্থ ব্যবহার করে বিভিন্ন সবজি উৎপাদন পদ্ধতি উপস্থিত কৃষাণীদের মাঝে বর্ণনা করেন। প্রধান অতিথি নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তিসমূহ প্রয়োগ করে উৎপাদন বাড়িয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উপস্থিত কৃষাণীদের পরামর্শ দেন।

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বিএডিসির কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন কৃষি সচিব

-মো. জয়নুল আবেদীন ভূঁইয়া, এআইসিও, কৃতসা, চট্টগ্রাম

কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

গত ৫ ডিসেম্বর কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তেল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি খামারের জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন এবং এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পরিচালক, নোয়াখালী জেলার উপপরিচালক, বিএডিসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সুবর্ণচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তেলবীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বরিশালের উজিরপুরে বন্যাসহিষ্ণু ব্রি ধান৫২ শস্য কর্তন অনুষ্ঠিত

-নাহিদ বিন রফিক, টিপি, এআইএস, বরিশাল

গত ২৮ নভেম্বর বরিশালের উজিরপুরে বন্যাসহিষ্ণু ব্রিধান ৫২ শস্য কর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষিদের কৃষি সহায়ক প্রকল্পের অর্থায়নে এবং উপজেলা কৃষি অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িত এ প্রদর্শনী প্লটের শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক রমেন্দ্রনাথ বাড়ৈ, প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার হরিদাস শিকারী, উপজেলা কৃষি অফিসার মো. আলমগীর বিশ্বাস, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার শিশির কুমার বড়াল, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন প্রমুখ। চাষি আবুল বাশার মোল্লা জানান, ৫০ শতাংশ জমিতে ব্রিধান ৫২ চাষ করে তিনি ১ হাজার ১৯০ কেজি শস্য পেয়েছেন। ফসলের বাড়ন্ত অবস্থায় দুইবার বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েও আশানুরূপ ফলন পেয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান, এ প্রকল্প হতে বিনামূল্যে ২০ কেজি বীজ ধান, ২৮ কেজি ইউরিয়া, ৩০ কেজি টিএসপি, ২৫ কেজি এমওপি সারের পাশাপাশি আধুনিক

(৫ম পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

কালকিনিতে বসতবাড়ির আঙিনায় সবজি ও ফল চাষের ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

-নাহিদ বিন রফিক, টিপি, এআইএস, বরিশাল

বসতবাড়ির আঙিনায় সবজি ও ফল চাষের ওপর দিনব্যাপী এক কৃষক প্রশিক্ষণ গত ২৭ নভেম্বর মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলা কৃষি অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষিদের কৃষি সহায়ক প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় এবং ডিএই আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আবদুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার হরিদাস শিকারী, উপজেলা কৃষি অফিসার মো. রফিকুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার বিধান রায় প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, দেশে এখন খাদ্যের অভাব নেই ঠিক; কিন্তু পুষ্টির ঘাটতি আছে। গ্রামের নিম্ন আয়ের মানুষও পেট ভরে ভাত খায়। তবে তারা যা খায় সেগুলো সুষম কিনা তা অনেকেই ভাবে না। অথচ এ অঞ্চলের অধিকাংশ বসতবাড়ির জমি পতিত পড়ে থাকে, যেখানে সবজি ও ফল চাষের যথেষ্ট সুযোগ আছে। তাই এসব জমি আবাদের আওতায় আনতে হবে। এতে করে একদিকে যেমন পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মিটবে, পক্ষান্তরে বাড়তি ফসল বিক্রি করে পাওয়া যাবে প্রচুর অর্থ। এ বার্তা প্রতিটি বসতবাড়িতে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি সবাইকে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের সুবিধাভোগী ৩০ জন কৃষাণ-কৃষাণী হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প আয়োজিত কৃষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম

রাজশাহীতে ডিএই'র পরিচালক মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

-মো. আবদুল্লাহ-হিল-কাফি, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃতসা, রাজশাহী

গত ৪ ডিসেম্বর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহীর আয়োজনে এনসিডিপি হল রুম অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহীর অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা এর প্রশাসন ও অর্থ উইং পরিচালক কৃষিবিদ এস এম সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহীর উপপরিচালক কৃষিবিদ দেবদুলাল ঢালী, নওগাঁর উপপরিচালক কৃষিবিদ সত্যব্রত সাহা, চাঁপাইনবাবগঞ্জের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. সাজদার রহমান ও নাটোরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. আলহাজ উদ্দিন আহমেদ।

মতবিনিময় সভার প্রধান অতিথি পরিচালক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন, খাদ্য ভাণ্ডার বলে পরিচিত রাজশাহী জেলায় সমন্বিতভাবে সকল কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে রাজশাহীর সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার ওপর জোর দেন, সেইসাথে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের সব কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আউশ ধান ও ব্রিধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সব উপপরিচালকদের নির্দেশ দেন। চলতি বোরো মৌসুমে বাদামি গাছ ফড়িংয়ের আক্রমণ রোধে মাঠ পর্যায়ে নাড়া পোড়ানোর জন্য কর্মকর্তাদের সক্রিয়ভাবে কৃষকদের পাশে থেকে কাজ করার অনুরোধ জানান। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে থেকে সব কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জোর তাগিদ দেন। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ দেবদুলাল ঢালী। তিনি মাঠ ফসলের পাশাপাশি খাদ্য-পুষ্টি চাহিদা পূরণে উদ্যান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কর্মকর্তাদের সহযোগিতা কামনা করেন।

দৌলতপুরে এসসিডিপির উদ্যান ফসলের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

- মো. আবদুর রহমান, এআইসিও, কৃতসা, খুলনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার দৌলতপুরের মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসের উদ্যোগে ২৬ নভেম্বর ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের (এসসিডিপি) আওতায় খরিফ-২ মৌসুমের উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল চাষের মাধ্যমে বসতবাড়ির ব্যবহারের ওপর এক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশা ব্লকের তেলিগাতি গ্রামের রিনা পারভীনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ভূপেশকুমার মণ্ডল। প্রগতিশীল কৃষক মোসলেম ফকিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি বলেন, বসতবাড়ির আঙিনায় সবটুকু জমি পরিকল্পনা করে আবাদের আওতায় আনতে পারলে একদিকে যেমন পারিবারিক পুষ্টি সমস্যার সমাধান হবে তেমনিভাবে মহিলাদের আয় বৃদ্ধির ফলে পারিবারিক আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। তিনি স্বল্প পরিসরে একটি চটের বস্তায় জৈব পদার্থ ব্যবহার করে বিভিন্ন সবজি উৎপাদন পদ্ধতি উপস্থিত কৃষাণীদের মাঝে বর্ণনা করেন। প্রধান অতিথি নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তিসমূহ প্রয়োগ করে উৎপাদন বাড়িয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উপস্থিত কৃষাণীদের পরামর্শ দেন। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অঞ্জন কুমার বিশ্বাসের উপস্থাপনায় মাঠ দিবসে স্বাগত বক্তব্য দেন মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, দৌলতপুর কৃষিবিদ জাকিয়া সুলতানা। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ডিএই খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল লতিফ ও এডিডি কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাস। অন্যদের মধ্যে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. আনিছুর রহমান, কৃষক মতিউর রহমান ও রিনা পারভীন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। মাঠ দিবস অনুষ্ঠান শেষে অতিথিবৃন্দ মোছলেম ফকিরের বাড়িতে স্থাপিত ভার্মি কম্পোস্ট প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে শতাধিক কৃষাণীসহ কৃষি তথ্য সার্ভিস খুলনার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লায় সোনালি ফসলের বাম্পার ফলন

-মো. মহসিন মিজি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা

সোনার বাংলা সোনার দেশ সোনালি ফসলে ভরব দেশ -এ উদ্দীপনা নিয়ে কুমিল্লা সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের তেতৈয়ারা ও বারপাড়া ব্লকে গত ২০ নভেম্বর কৃষক হাজী মো. রফিকুল ইসলামের ৩৪ শতক জমিতে ব্রি ধান৪৯ এর পরীক্ষামূলক শস্য কর্তন করে ৭৪৮ কেজি ফলন পাওয়া যায়। শস্য কর্তন অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে পিঠা উৎসবেরও আয়োজন করা হয়। স্থানীয় কৃষকরা বলেন, আমন মৌসুমে এটি বাম্পার ফলন। বাংলার চিরচেনা ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং অধিক ফলনশীল আধুনিক জাতের ধান সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা এ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আসাদুল্লাহ, বলেন কৃষিবান্ধব সরকারের সময়োপযোগী পরিকল্পনায় কৃষি বিভাগ আজ সফলতা অর্জন করেছে। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমান সরকার

(৫ম পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

কুমিল্লায় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ

-মো. মহসিন মিজি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক অফিস, কুমিল্লা

পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লার আয়োজনে ১০ ডিসেম্বর উপপরিচালক, ডিএই কুমিল্লার সভা কক্ষে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের একদিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ে অর্থকরী ফসলসহ সব ধরনের ফসলের অধিক উৎপাদনের কলাকৌশল প্রয়োগ নিশ্চিত করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. আব্দুল আজিজ, অতিরিক্ত পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, খামারবাড়ি, ঢাকা। প্রধান অতিথি নিয়মিত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে আধুনিক কৃষির গতির চাকাকে বেগবান করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ সারওয়ারী মেহেদী মোবারক, প্রকল্প পরিচালক, পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প, ডিএই, ঢাকা। সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মো. সাহিনুল ইসলাম, উপপরিচালক, পিপি, ডিএই, কুমিল্লা এবং মো. লুৎফুল করিম, উপপরিচালক, ক্রপ, ডিএই, কুমিল্লা। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিস কুমিল্লার আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কর্মকর্তা নয়ন মনি সূত্রধর।

পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

শেরেবাংলা নগরের সেচ ভবনে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (বারটান) প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত দুই দিনব্যাপী কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ জনাব মো. মোশারফ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয় ও নির্বাহী পরিচালক, বারটানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান, বারডেম হাসপাতালের অধ্যাপক ডা. মো. আবু সাঈদ ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মিজানুর রহমান।

প্রধান অতিথি বলেন, আমরা শুধু কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট নিয়ে চিন্তা করি। শরীরকে সুস্থ রাখতে এর বাহিরে যে অন্যান্য পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন সে বিষয়ে তেমন চিন্তা ভাবনা করি না। যদি আমরা আগে থেকে সচেতন থাকি তবে শুধুমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থাপনার কারণে অনেক রোগ থেকে রক্ষা পাব। আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মায়েদের স্বাস্থ্যকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, তাহলেই আমরা সুস্থ জাতি উপহার দিতে পারব। তিনি আরও বলেন, আজ আমাদের সামর্থ্য বেড়েছে, আগে শুধুমাত্র পেট ভরানোর কথা চিন্তা করতে হতো, এখন সময় এসেছে পুষ্টির দিকে গুরুত্ব দেয়ার। আমরা যদি আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করি তবে ধানের ওপর চাপ কমিয়ে এনে আমরা আরও বেশি শাকসবজি, ফলমূল উৎপাদন ও ভোগ করতে পারব। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত পুষ্টিরবিষয়ক জ্ঞান গ্রামপর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান।

প্রশিক্ষণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। দুই দিনের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়। -বিজ্ঞপ্তি

কৃষির উন্নতি সাধনে প্রযুক্তিগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে

-ডিএই মহাপরিচালক

– মো. আবদুর রহমান, এআইসিও, কৃতসা, খুলনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান গত ৬ ডিসেম্বর বিকালে ঝিনাইদহ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা কার্যক্রম এবং বিশেষ কার্যক্রম শিখি-করি-খাই সম্পর্কে অবহিত হন। ছাত্রদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে কৃষির আরও উন্নতি সাধনে তাদের প্রায়োগিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে তিনি আহ্বান জানান তিনি শি-কা-খা কর্মকাণ্ডের আওতায় সবজি এবং মাছ চাষকে একটি মডেল হিসেবে বলেন এবং এ কর্মকাণ্ড অন্যান্য এটিআইতে ছড়িয়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি আগামী খরিফ-২ মৌসুমে বিলুপ্তপ্রায় ধানের জাতসমূহের শস্য মিউজিয়াম গড়ে তোলার নির্দেশ দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন যশোর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. খায়রুল আবরার, অধ্যক্ষ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কৃষিবিদ হানিফ মোহাম্মদ, মুখ্য প্রশিক্ষক কৃষিবিদ আব্দুল কাদের, কৃষিবিদ মাহফুজ হোসেন মৃধা, কৃষিবিদ আব্দুল হালিম, কৃষিবিদ রঘুনাথ করসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগ-সমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঝিনাইদহ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ডিএই মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালকের সাথে পাবনা জেলার কৃষি কর্মকর্তাদের চলতি রবি মৌসুমের কার্যক্রমের ওপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

-এ.টি.এম.ফজলুল করিম, সহকারী তথ্য অফিসার, কৃতসা,আঞ্চলিক অফিস, পাবনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বগুড়া অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক কৃষিবিদ মো. হযরত আলী মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন

পাবনা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে বগুড়া অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিঃপরিচালক কৃষিবিদ মো. হযরত আলীর সাথে জেলার ৯টি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের চলতি রবি মৌসুমে চলমান কৃষি কার্যক্রমের ওপর মতবিনিময় সভা গত ১০ ডিসেম্বর জেলার খামারবাড়ি কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পাবনা জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি রবি মৌসুমে চলমান কৃষি কার্যক্রমের ওপর বিভিন্ন সম্প্রসারণ কাজের প্রায়োগিক প্রযুক্তিবহুল টেকসই দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চলের অতিঃপরিচালক কৃষিবিদ মো. হযরত আলী। অধিক উৎপাদনের নিমিত্তে তিনি চলতি রবি মৌসুমে আবাদকৃত বোরো ধানসহ অন্যান্য ফসলের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে আদর্শ বীজতলা তৈরি, সারিতে ধান রোপণ, প্লানিং, মনিটরিং, নিবিড় সুপারভিশন, ইভালুয়েশন, টার্গেট ফিক্সআপ, কর্মকৌশল

(৫ম পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

রাজশাহীতে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

- মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃতসা, রাজশাহী

বিএমডিএর কার্যক্রম পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুল মান্নান, এমপি

রাজশাহী বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কনফারেন্স রুমে গত ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজশাহীর নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো. আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং বগুড়া-০১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আব্দুল মান্নান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বগুড়া-০৬ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মো. নুরুল ইসলাম ওমর এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মো. হেমায়েৎ হুসেন।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি উপস্থিত বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের মেধা, যোগ্যতা, মননশীলতা, আগ্রহ নিয়ে কৃষক তথা দেশের স্বার্থে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, প্রি-পেইড মিটার একটি ভালো পদ্ধতি যার মাধ্যমে কৃষক প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং মূল্যবান পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের প্রকল্প দেশে সুষ্ঠুভাবে চালু করা গেলে এ দেশ খাদ্য ঘাটতি মিটিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আসবে। প্রধান অতিথি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়া বদলে যাওয়ায় কৃষি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। তাই খরাপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা সহনশীল ধান, গম, ডাল, তেলসহ বিভিন্ন ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণে উপস্থিত কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অনুরোধ জানান।

এফএও আঞ্চলিক প্রতিনিধি কর্তৃক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দাস এবং এসিস্টেন্ট এফএও রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. নূর মোহাম্মদ খন্দকার। প্রধান অতিথি কান্ধাভি কাদিরেসান বলেন, বাংলাদেশে আমার প্রথম সফর এটি। এদেশে প্রকল্পভুক্ত গ্রামে এসে আমি আনন্দিত। এখানে কৃষিক্ষেত্রে যেভাবে কৃষকরা ক্রমশ উন্নতি করছে, তা দেখে আমি অভিভূত। এখানে কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে স্থাপিত এগ্রিমলটি উদ্বোধন করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আশা করছি এই এলাকার কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে এই এগ্রিমল বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তিনি এ ধরনের সফল উদ্যোগকে আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মি. কান্ধাভি কাদিরেসান এফএওর সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন, এফএও সব সময় এ সব মহতী উদ্যোগের পাশে থেকে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

বিশেষ অতিথি কৃষিবিদ চৈতন্য কুমার দাস বলেন, আমরা সবার জন্য খাবার নিশ্চিত করতে চাই। যথা সময়ে বাজারজাত করতে না পারায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান বজায় থাকে না, প্রকৃত বাজারমূল্যও পাওয়া যায় না। সেজন্য মাঠ থেকে সবজি তুলে এনে দ্রুত বাজারজাত করতে হবে। এফএও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের মাধ্যমে এই এগ্রিমল প্রতিষ্ঠা করেছে, যাতে আপনাদের উৎপাদিত পণ্য দ্রুত বাজারজাত করে পণ্যের সঠিক মূল্য হাতে পেতে পারেন।

কুমিল্লায় সোনালি ফসলের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কুমিল্লা সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের তেতৈয়ারা ও বারপাড়া ব্লকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে ব্রি ধান৪৯ কর্তন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা এর উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আসাদুল্লাহ

নিজেদের খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে খাদ্য রপ্তানি করছে। এ অর্জনকে সমুন্নত রাখার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. সাহিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা; কৃষিবিদ মো. লুৎফুল করিম, অতিরিক্ত উপপরিচালক, শস্য, ডিএই, কুমিল্লা; আদর্শ সদরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার লুৎফুন নাহার; বুড়িচং উপজেলার কৃষি অফিসার কাজী ফারুক আহমেদ; আদর্শ সদর উপজেলার কৃষি অফিসার শাহানাজ রহমান; কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার শাহানাজ বেগম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. মামুনুর রশিদ।

বরিশালের উজিরপুরে বন্যাসহিষ্ণু

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বরিশালের উজিরপুরে বন্যাসহিষ্ণু ব্রি ধান৫২ এর শস্য কর্তন অনুষ্ঠিত হয়

চাষাবাদের ওপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এছাড়া সময়মতো বীজ বপন, লাইনে চারা লাগানো, সুষম সার ব্যবহার, সঠিক পরিচর্যা এবং ডাল পোঁতাসহ অন্যান্য কাজে স্থানীয় উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তারা তাকে সার্বিকভাবে পরামর্শ দিয়েছেন ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

নির্ধারণ ইত্যাদি নির্দেশসমূহ পরিকল্পিতভাবে পালনের জন্য সভায় উপস্থিত জেলার সব উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

তিনি সময়মতো এবং নিয়মিত অফিসে উপস্থিতির বিষয়ে সব কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিতে উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনাকে পরামর্শ দেন।

মতবিনিময় সভায় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা তাদের স্ব-স্ব উপজেলার কর্মকৌশল এবং উৎপাদন অগ্রগতির লক্ষ্যে ঘন ঘন মাঠ পরিদর্শন, নিয়মিত চাষিদের নিয়ে উঠান বৈঠক ইত্যাদি বিষয়ে প্রধান অতিথিকে অবহিত করেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া অঞ্চলের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. জাহিদ হোসেন পরে উপজেলার কর্মকর্তাবৃন্দ প্রধান অতিথি নবাগত অতিঃপরিচালককে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

বরিশালে কৃষি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

-মো. শাহাদত হোসেন, আরএআইও, এআইএস, বরিশাল

'Adoption activities documentation and LFS exit plan implementation' শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ ২ ডিসেম্বর নগরীর খামারবাড়িস্থ ডিএই সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকটিভিটি প্রজেক্ট (আইএপিপি) আয়োজিত এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আ. আজিজ ফরাজি। আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ডকুমেন্টেশন ঠিক না থাকলে মূল্যায়ন যথাযথ হয় না। তিনি আরও বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রতিটি এলএফএস এর কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে হবে। তিনি জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনগণকে এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করার তাগিদ দেন। উপপরিচালক রমেন্দ্র নাথ বাড়ৈর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পটুয়াখালীর উপপরিচালক মো. নজরুল ইসলাম মাতুব্বর, ঝালকাঠির উপপরিচালক শেখ আবু বকর ছিদ্দিক, উপপরিচালক তুষার কান্তি সমদ্দার, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ড. মো. মিজানুর রহমান, জেলা সমন্বয়কারী রাশেদ হাসনাত প্রমুখ। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্পের ডিএই অংশের সমন্বয়কারী মো. আরিফ হোসেন। তিনি আইএপিপি প্রকল্প কর্তৃক সম্প্রসারিত কৃষি প্রযুক্তিসমূহ যা চাষি পর্যায়ে গৃহীত হয়েছে তার রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া এ প্রকল্পের সহযোগিতায় গঠিত কৃষক সংগঠনগুলোর (এলএফএস) স্থায়িত্ব কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সে সম্পর্কে সবার মতামত গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে ডিএই বরিশাল অঞ্চলের জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

ঘোষণা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তার সংবাদদাতাদেরকে এ মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, এখন থেকে সম্প্রসারণ বার্তা নতুন আঙ্গিকে ৮ (আট) পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হবে। সম্প্রসারণ বার্তার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সময়োপযোগী বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদের মানসম্পন্ন ছবি ক্যাপশনসহ পৃথকভাবে নিম্নোক্ত ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। –সম্পাদক

editor@ais.gov.bd,
sbarta@ais.gov.bd

কৃষি সচিবের গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর ও ঝিনাইদহে কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন

-এস এম আহসান হাবিব, এআইসিও ও মো. নেওয়াজ শরীফ, টিপি, কৃতসা, খুলনা

কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ গত ১৮ ডিসেম্বর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্দ্যেশে উপজেলা কৃষি অফিসে এক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হন । টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো. এইচ এম মনিরুজ্জামান মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে কৃষি কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। সচিব উপজেলা সংলগ্ন বছরে চার ফসলের সরিষা প্রদর্শনী ক্ষেত পরিদর্শন করেন। এর পর গোপালগঞ্জ সদরের ধাপে সবজি চাষ প্রত্যক্ষ করেন এবং বিনা উপকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। কাশিয়ানীতে স্থাপিত নতুন হর্টিকালচার সেন্টার পরিদর্শন শেষে সেন্টারের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। এ সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান, ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষিবিদ মো. খসরু মিয়া ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গোপালগঞ্জ, কৃষিবিদ সমীর কুমার গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন ।

কৃষি সচিব ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার বিল গোবিন্দপুর গ্রামে কৃষক পর্যায়ে কলমের বেল, কদবেল বাগান, ড্রাগন ফলের বাগান এবং মশাউজান গ্রামের বারি৪ আম বাগান পরিদর্শন করেন। কৃষি সচিব বলেন, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ফলসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বিকেলে কৃষি সচিব ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার পদ্মাঘর গ্রামে স্থানীয় কলেজ প্রাঙ্গণে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত ফল ব্যবস্থাপনার ওপর কৃষক, কৃষাণী, ছাত্র, শিক্ষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। কৃষি সচিব বলেন, মা ও শিশুর পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে ফল চাষের বিকল্প নেই। তিনি দেশি সবরি কলার জাত চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। চাষি সমাবেশে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান, বার্কের চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদ, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. ফরিদ উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চল, যশোর, কৃষিবিদ খায়রুল আবরার, উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঝিনাইদহ, কৃষিবিদ শাহ মো. আকরামুল হকসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্ধ্বতন কৃষি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পদ্মাঘর গ্রামে আয়োজিত 'ফল গাছ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ

শোক সংবাদ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)'র উপপরিচালক (প্রশাসন) কৃষিবিদ মো. আব্দুল গফুর ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ সকাল ৯টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী এই কর্মকর্তা স্ত্রী, এক ছেলে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আব্দুল গফুর ১৯৬২ সালের ২ মার্চ টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৯ সালে ৮ম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে যোগদান করেন। সর্বশেষ উপপরিচালক পদে যোগদানের পূর্বে সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের উপপ্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধরে রাখার জন্য দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি জমির বিস্তৃতি ঘটানো এবং এর ওপর গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। এ দেশের জনগোষ্ঠী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুস্থ মাটির গুরুত্বের বিষয়টি উল্লেখ করে মাননীয় মন্ত্রী মাটির টেকসই এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে উপস্থিত বিজ্ঞানীদের নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে 'সুস্থ জীবনের জন্য সুস্থ মাটি' প্রতিপাদ্যের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, প্রফেসর ইমিরিটাস ও সাবেক উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম ইমামুল হক ও বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ জেড এম সিরাজুল করিম। গ্লোবাল সয়েল পার্টনারশিপ-এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. নাজমুল হাসান ও বাংলাদেশ মৃত্তিকা বিজ্ঞান সমিতির সাধারণ সম্পাদক জালাল উদ্দিন মো. শোয়েব। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক খোন্দকার মঈনউদ্দিন। দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, বৈজ্ঞানিকবৃন্দ, সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উচ্চফলনশীল সম্ভাবনাময়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভিত্তিক নির্দিষ্ট সবজির জাতটি চাষের সুপারিশ করা হবে বলে জানান। সভাপতি ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, চালে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি, কিন্তু পুষ্টিতে এখনও সম্ভব হয়নি। শুধু সবজি নয়, অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও আমাদের বিনিময় বাড়াতে হবে ।

কর্মশালায় বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং দেশের উদ্যানতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এতে অংশ নেন। টমেটো, বেগুন, শসা, মিষ্টিকুমড়া এবং ঢেঁড়শ এ পাঁচটি সবজি ফসলের বীজ সব দেশ থেকে সংগ্রহ করে সদস্য দেশসমূহে আবাদ করা হয়। যে জাতটি যে দেশে ভালো ফল দেবে, সেটি সে দেশে আবাদের জন্য সুপারিশ করা হবে ।

ডিএই'র মহাপরিচালক কর্তৃক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সে খাদ্য বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কৃষিনীতি বাস্তবায়নের দ্বারা কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ এবং সর্বোপরি কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে দিন দিন কৃষির উন্নতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বল্পকালীন ধানের জাত উদ্ভাবন খাদ্য ঘাটতি পূরণে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। তিনি আরও বলেন, সবজি ও ফলের ক্ষেত্রে দেশে আজ বিপ্লব ঘটানো হয়েছে। আজ বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম সবজি ও মাছ উৎপাদনকারী দেশ এবং অষ্টম বৃহত্তম ফল উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। মহাপরিচালক এগ্রিমলের সঠিক ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এলাকার উৎপাদিত কৃষিপণ্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাজারজাত করে এর ন্যায্য মূল্য পেতে এবং এই এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই এগ্রিমল খুবই কাজে লাগবে।

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার মনিকুড়ায় স্থাপিত এগ্রিমল উদ্বোধন করেন ডিএই মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঠে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। কৃষি উন্নয়নের স্বার্থে, কৃষি ম্যাকানাইজেশনে আমরা সবাই মিলে হাত ধরা ধরি করে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তার কার্যক্রম চলছে। প্রধান অতিথি বলেন, ১৯৭১ সালে ১ কোটি হেক্টর জমি চাষের আওতায় ছিল আর জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। ৪৫ বছর পর ৮০-৮২ লাখ হেক্টর জমিতে খাদ্য উৎপাদন করে আজকে ৩ কোটি ৬০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত সাড়ে তিন বছরের কৃষি কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়ন করেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা প্রণয়ন করে এর মাধ্যমে কৃষি কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সরকার কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য খাতে প্রণোদনা দিচ্ছে। আমাদের কৃষি গবেষণালো নতুন নতুন জাতের আবিষ্কার করছেন। চাষযোগ্য জমির ৭০ ভাগ সেচের আওতায় আনা, একফসলি জমি দোফসলি জমি হচ্ছে। দোফসলি জমি তিনফসলি হচ্ছে। মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে এমনকি বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এখন শ্রমিক সমস্যা মেটাতে ফসল উৎপাদনে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কোনো বিকল্প নেই।

সভাপতির বক্তব্যে অতিরিক্ত পরিচালক যশোর অঞ্চল, যশোর কৃষিবিদ খায়রুল আবরার বলেন, যশোর অঞ্চল বাংলাদেশের মধ্যে শাকসবজি উৎপাদনে সমৃদ্ধ। এ অঞ্চলে ফসল উৎপাদনে ম্যাকানাইজেশন ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করেন জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং, এসিআই মটরস লি. ও রংপুর ফাউন্ড্রি লি.। বিজ্ঞপ্তি

আইসিটির মাধ্যমে কৃষি তথ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পৌঁছানোসহ সামগ্রিক কৃষির বিষয়গুলো একটি জায়গায় নিয়ে আসার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধান সরদার ইলিয়াস হোসেন; পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম প্রধান জনাব আজিম চৌধুরী এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান জনাব মো. মনজুরুল আনোয়ার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আইসিটি উইংয়ের পরিচালক প্রতীপ কুমার মণ্ডল। আইসিটি নীতিমালা ২০১৫ এর আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ড. নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন আমাদের ক্লাউড লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইমরান আলী, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব আইসিটি ডেভেলপমেন্টের (বিড) নির্বাহী প্রধান শহীদ উদ্দিন আকবর এবং এটুআইয়ের ইনোভেশন এসোসিয়েট মো. সাখাওয়াতুল ইসলাম। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও আমাদের ক্লাউড লিমিটেডের আয়োজনে ০৩ ডিসেম্বর ২০১৫ ফার্মগেটের আ. কা. মু গিয়াসউদ্দিন মিলকী অডিটরিয়ামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

নাটায় বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

-কৃষিবিদ মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, তথ্য অফিসার (কৃষি), কৃষি তথ্য সার্ভিস,ঢাকা

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এবং টেলিকমিউনিকেশন্স স্টাফ কলেজ, গাজীপুরে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের জন্য ছয় মাসমেয়াদি এন-৬১ তম ও টি-৬১ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৩ ডিসেম্বর জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) গোলাম ফখরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. মোশারফ হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মুহম্মদ মাতহুরুল হক, মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)।

প্রধান অতিথি বলেন, কোন কাজ ভালোভাবে করতে হলে প্রয়োজন হয় দক্ষতার। আর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো দক্ষ জনবল তৈরি করা। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বর্তমান সরকার বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে ৪ মাস থেকে বাড়িয়ে এর মেয়াদ ৬ মাসে উন্নত করেছে। সে সাথে সময়মতো যেন সবাই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে বর্তমানে ১০টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

‘কৃষকদের উন্নয়নের জন্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে’

-জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি

-অপর্ণা বড়ুয়া, এআইসিও, কৃষি তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর বড়ুয়া পাড়া আদর্শ কৃষক সমবায় সমিতির সহযোগিতায় এবং উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ২৯ নভেম্বর ধান কাটার যন্ত্র রিপার বিতরণ ও আমন ধান কাটার মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্তমন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। এ সরকার কৃষির উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারের এ মহতী উদ্যোগের কারণে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এছাড়াও অতিরিক্ত খাদ্য রপ্তানি করে দেশের জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধি করছে। স্থানীয় দিঘি সংলগ্ন মাঠ চত্বরে কৃষকদের মাঝে রিপার বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহবুবুল আলম চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসাইন, হাটহাজারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ মীর কফিল উদ্দিন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ আবদুল্লাহ ওয়াহেদ, কৃষি প্রকৌশলী আবদুল আহাদ প্রমুখ। পরে মন্ত্রী কৃষকদের মাঝে রিপার বিতরণ করেন।

রিপার বিতরণ ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি

ডিএই’র মহাপরিচালক কর্তৃক হালুয়াঘাটে এগ্রিমল উদ্বোধন

-কাজী গোলাম মাহবুব, সহকারী তথ্য অফিসার (অ.দা), কৃতসা, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ দক্ষিণ মনিকুড়া এগ্রিমল উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান। খাদ্য নিরাপত্তা ময়মনসিংহ-শেরপুর প্রকল্পের মাধ্যমে এগ্রিমলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য দ্রুত বাজারজাত করে পণ্যের সঠিক মূল্য হাতে পাবেন। পাশাপাশি সবজিসহ দ্রুত পচনশীল কৃষি পণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে ভোক্তার হাতে পৌঁছে দিতে পারবেন।

হালুয়াঘাট উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে মহাপরিচালক বলেন, ১৯৭০ সালে জমি ছিল ১ কোটি হেক্টর। আজ সেটি বিভিন্ন কারণে কমে ৮০ লাখে হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে। বিপরীতে জনসংখ্যা ৭.৫ কোটি থেকে বেড়ে প্রায় ১৬ কোটিতে এসে পৌঁছেছে। এ বর্ধিত জনসংখ্যার আহার জোগিয়ে আজ

(৭ম পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঠে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ওপর মাঠ দিবস ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুলফাডাঙ্গা গ্রামে কৃষকের মাঠে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ওপর আয়োজিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান

গত ১৭ নভেম্বর ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার কুলফাডাঙ্গা গ্রামের এম কে হাই স্কুল মাঠে ও মাঠ সংলগ্ন ধানের ক্ষেতে কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ওপর মাঠ দিবস ও কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শন এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর অঞ্চল, যশোর কৃষিবিদ মো. খায়রুল আবরারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কো অর্ডিনেটর ইকোনোমিক গ্রোথ ইউ এস এইড বাংলাদেশ মোহাম্মাদ নুরুজ্জামান; মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আর এ আর এস যশোর কৃষিবিদ ড. মো. সিরাজুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক, ফার্ম ম্যাকানাইজেশন প্রকল্প, ডিএই কৃষিবিদ শেখ নাজিম উদ্দিন; নির্বাহী পরিচালক জে সি এস আযাদুল কবির আরজু প্রমুখ।

প্রধান অতিথি মহাপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান বলেন, কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার আলোচনা সভা একটি মেলায় পরিণত

(৭ম পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

এফএও আঞ্চলিক প্রতিনিধি কর্তৃক কুমারগাতি এগ্রিমল উদ্বোধন

-কাজী গোলাম মাহবুব, সহকারী তথ্য অফিসার (অ.দা), কৃতসা, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার কুমারগাতিতে স্থাপিত এগ্রিমল উদ্বোধন করেন এফএও'র এশিয়া এবং প্যাসিফিকের সহকারী মহাপরিচালক কান্দাভি কাদিরেসান

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার কুমারগাতিতে গত ১৪ নভেম্বর স্থানীয় কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে স্থাপিত এগ্রিমলের শুভ যাত্রা সূচিত হলো। উদ্বোধন করলেন জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের (এফএও) এশিয়া এবং প্যাসিফিকের সহকারী মহাপরিচালক এবং আঞ্চলিক প্রতিনিধি কান্দাভি কাদিরেসান। এ সময় তার সফরসঙ্গী ছিলেন এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি মাইক রবসন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক চৈতন্য কুমার

(৫ম পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

সম্পাদক : কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, সমন্বয়ক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, ডিজাইন: শিল্পী রত্নেশ্বর সূত্রধর, কম্পিউটার কম্পোজ: মনোয়ারা খাতুন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত